মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৭

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৫. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - কিতাব ও সুন্নাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

باب الاعتصام بالكتاب والسنة ـ الفصل الثاني

আরবী

وَعَنْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي» . رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ فِي كتاب شعب الايمان

বাংলা

১৭৭-[৩৮] জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ’উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহূদীদের নিকট তাদের অনেক ধর্মীয় কথাবার্তা শুনে থাকি। এসব আমাদের কাছে অনেক ভালো মনে হয়। এসব কথার কিছু কি লিখে রাখার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দিবেন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যেভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তোমরাও কি (তোমাদের দীনের ব্যাপারে) এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কাছে একটি অতি উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। মূসা (আঃ)-ও যদি আজ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতেন, আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর পক্ষেও অন্য কোন উপায় ছিল না। (আহমাদ ও বায়হাক্বী-এর শু’আবুল ঈমান-এ বর্ণনা করেছেন)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান: আহমাদ ১৪৭৩৬, বায়হাক্বী ১৭৭। ইমাম দারিমীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সানাদটি দুর্বল। কারণ তাতে মুজালিদ ইবনু সা‘ঈদ নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেনঃ তবে আমার মতে হাদীসটি হাসান স্তরের। কারণ এর আরো অনেক শাহিদ সূত্র রয়েছে যার মাধ্যমে হাদীসটি হাসান স্তরে পৌঁছে যায়।

اَلتَّحَوُّكُ (আত্ তাহাব্বুক) হলো না দেখেই কোন বিষয়ে জড়িয়ে পড়া। হাসান বসরী বলেনঃ হতবুদ্ধি, দিশেহারা,

অসহায় হওয়া ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে ইয়াহূদী এবং নাসারাদের মতো দীনের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হতে নিষেধ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে প্রবৃত্তি এবং তাদের ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের অনুসরণ করেছে। আর আল্লাহর কিতাবের মাঝে পরিবর্তন করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আমি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ- উন্নত ও উত্তম। মূসা (আঃ)-ও যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এরই অনুসরণ করতেন। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবূওয়্যাত জারি হবার পর মূসা (আঃ)-এর কওমের নিকট থেকে সফলতা লাভের কোন সুযোগই নেই।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54736

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন